যখন অন্ধকার
বিশ্বনাথ গরাই

যখন অন্ধকার ফিসফিস কথা শুরু করে
আর মাটিচাপা লাশগুলি কিংবা পাঁকে রুদ্ধ শবদেহগুলি
সটান উঠে দাঁড়ায়—তারপর হাঁটতে শুরু করে
দিক থেকে দিগন্তরে—

যখন ক্রমাগত ভুলস্বীকার ও আত্মপ্রতারণা
নয়া বিনোদন এই নব্য বাংলায়, আর পরক্ষণেই
কিবা দিন কিবা রাত্রি চকিতে স্ফূরিত হয় অস্ত্রের লাবণ্য—
দু'ফাঁক স্বরের মধ্যে স্তব্ধ-বেঁচে-থাকার আড়ালে
বেজে ওঠে নপুংসক ধর্ম ও সঙ্গীত—

যখন আসন্ন ঝড়ের সংকেত নুয়ে পড়ছে ক্ষয়াটে বৃক্ষ ও বনানী
শুকনো পাতায় খরখর করে উঠছে গেরিলার দৃপ্ত পদশব্দ
আর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে আগামীর দিনলিপি, মুঠোভর্তি জ্বলন্ত সূর্য

তখন আমার হাতও শক্ত হয়ে ওঠে—আমি তোমার দিকে
কত কত কাল পরে সম্পূর্ণ তাকাই—
তোমার সজল চোখ মুছিয়ে দেওয়ার আগে
এই মুঠি আরো একবার বায়ু নিরুদ্ধ করে রাখি।

ভালোবাসা
সব্যসাচী দেব

তাহলে মালতীলতা পিয়ালতরুর কোলে গাঢ় বৃষ্টিদিনে
দুলে যাক একা একা, আর তুমি জেনে নাও করুণাধারায়
মিশে যায় কত ক্লেদ, কত গ্লানি, কত ক্লান্তি, কত অশ্রুরেখা
ভালোবাসার আগে কোন্ অবিশ্বাসে সেও ঠিকানা হারায়

কোন্ পথ নিরুদ্দেশে যেতে পারে, মানচিত্রে তারার ইশারা
এক ঝোঁকে না আর, পেট্রলের কটু গন্ধ বহুদূর ধায়
রাজপথ মিশে যায় বাইপাসে, কখন সবুজ মুছে গেছে
কারা যে কোথায় যাবে, সরু গলি শেষ হয় কাঁচা নর্মদায়

হাইরাইজের উঁচু ফ্ল্যাট থেকে এ-শহর আশ্চর্য মায়াবী
ভিক্টোরিয়ার পরী ডানা ঝাড়ে জলছোঁয়া বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
শহর তো একদিন জেনেছিল কত ধানে কতখানি চাল
বেহিশেবি কেউ তবু দেয়ালে দেয়ালে আজও কী যে লিখে যায়

পিয়ালতরুর কোলে মালতীলতাটি একা বৃষ্টি ভিজে যায়
তোমার সন্তপ্ত মুখে ভালোবাসা ঝরে তবে করুণাধারায়

মধু বাতা ঋতায়তে
রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

অসম্ভব ফর্সা মুখ—তার নীচে
অসহ্য আকাশি নীল ওড়নির নিক্কণ
শরৎ ঋতুটি যেন ওই মুখে প্রতিভাত
তার মেঘ মায়া মেলা নীলিমা সমেত

শূন্য সিঁথি—বিধবা না কুমারীও নয়
সদ্যবিবাহিত অপিচ বিবাহভগ্ন
কাজে যাওয়া ফর্সা রোগা মেয়েটির মুখে
আজ আকাশ ঢেলে দিল সব মধু করুণাধারায়

মধু বায়ু বয়ে যাক
সপ্তসিন্ধু—মধুক্ষরা হোক
ওর জন্য নদীগুলি হোক মধুমতী—
একার সংগ্রাম ওর জয়যুক্ত হোক।